দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 7 APR 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষের ভুল, খেসারত দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা

ইংরেজিতে ভর্তি হলেও এখন পড়তে হবে অন্য বিষয়

■ নিজামুল হক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে দেড় হাজার শিক্ষার্থীকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। ইংরেজি বিষয়ে ভর্তি হয়ে, এক বছর ক্লাস করেও এখন বলা হচ্ছে তারা এ বিষয়ে পড়তে পারবে না। পড়তে হবে অন্য বিষয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের দুর্বলতা ও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই এমনটি হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তানুযায়ী, অনার্স ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষায় এসএসসি ও এইচএসসির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ইংরেজীতে ২০ নম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ১০ নম্বর এবং ব্যবসায় ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে ২৫ নম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ১২ নম্বর পেতে হয়। এর ভিত্তিতেই ওয়েব সাইটে মেধার ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট থেকে রিলিজ স্লিপ সংগ্রহ করে।

রাজধানীর বোরহান উদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজ আহমেদ জানান, শিক্ষার্থীরা রিলিজ স্লিপ নিয়ে কলেজে ভর্তি হতে আসে। সেখানে ইংলিজিবল বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি বিষয়ও লেখা ছিল। সে ইংরেজিতে কত নম্বর পেয়েছে তা সেখানে লেখা ছিল না। তাই সে অনুযায়ী আসন থাকা সাপেক্ষে আমরা ভর্তি করেছি। তিনি জানান, এখন দেখা যাচ্ছে যাদের ইংরেজিতে ভর্তি করা হয়েছে তাদের অনেকের রেজিস্ট্রেশন কার্ড আসছে না। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি পরীক্ষায় ১১ নম্বর পেয়েও থাকে বা ইংরেজিতে ভর্তির অযোগ্য হয়ে থাকে, তবে তাদের রিলিজ স্লিপে ইলিজিবল লেখা থাকবে কেন?

ভর্তি পরীক্ষার নিয়মানুযায়ী এইচএসসিতে বি এবং ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ১০ এবং পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কর্তৃপক্ষের ভুল

২৪ পৃষ্ঠার পর

মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ১২ মার্কস পাওয়ার শর্ত পূরণ হওয়ার পরই রংপুর সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগে ২০১০-২০১১ সেশনে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে মেধাতালিকা থেকে ৩৭ জন ছাত্রী ভর্তি করায়। এরপর ইলিজিবল সাবজেক্ট যাদের ইংরেজিতে ১১ মার্কস আছে তাদের বিভিন্ন সাবজেক্ট থেকে মাইগ্রেট, রিলিজ স্লিপ ও বিভিন্ন কলেজ থেকে ট্রান্সফার করে আরও ৬৮ জনকে ভর্তি করায়।

পরবর্তীতে এই কলেজ কর্তৃপক্ষ তৃতীয় ধাপে ৩৮ টি সিট পূরণ করে যাদের এইচএসসিতে বি গ্রেড ছিল। এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষ সব ব্যাংক ড্রাফট ও শীট পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কলেজে রেজিস্ট্রেশনের প্রিন্ট কপি আসলে দেখা যায় ১০৩ জনের রেজিস্ট্রেশন কার্ড আসে নি।

এ বিষয়ে কলেজ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজকে চিঠি দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রিন্ট কপি পাওয়ার আশ্বাস দেয়। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই কলেজকে জানানো হয় ওই ১০৩ জনের রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেয়া যাবে না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় ওই ১০৩ ছাত্রীর ইংরেজিতে কোয়ালিফাই মার্কস ছিল না। ফলে নিয়মানুযায়ী এসব ছাত্রীর ভর্তির রেজিস্ট্রেশন আসেনি।

রংপুর সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ টি কলেজের অবস্থা একই।

একই কলেজের ইয়াসমিন আরা নামে এক শিক্ষার্থী জানান, গত বছর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এখানে ভর্তি হয়ে আমি গাইবান্ধা থেকে রংপুরে এসে পড়ালেখা করছি। ক্লাস করছি। পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিচ্ছি। কিন্তু এখন রেজিস্ট্রেশন কার্ড আসেনি। তার মানে হচ্ছে আমি আর ছাত্রী নই। অথচ আমার পিতা মাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন সবাই জানে আমি ইংরেজির ছাত্রী। আমাকে এখন অনার্স পড়া বাদ দিয়ে বাড়ি যেতে হচ্ছে। এখন আমি তাদের কাছে গিয়ে কোন লজ্জায় মুখ দেখাবো। আমার আত্মহত্যা ছাড়া কোন উপায় নেই।

শাহীনা পারভীন মৌ নামের আরেক ছাত্রী জানান, আমাদের তো কোন দোষ নেই। তারপরেও কেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে প্রতারণা করলো। এখন আমরা সমাজের কাছে কি বলবো। জেসমিন আখতার নামের বদরগঞ্জের এক ছাত্রী জানালেন, আমরা যোগ্যতা ফুলফিল করেই ভর্তি হয়েছি। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। আমি এর বিচার চাই। তা না হলে আমরা ১০৩ ছাত্রী আর বাড়ি ফিরে যাবো না।

সুমনা নামে এক শিক্ষার্থীও অভিযোগ করেন, আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রিলিজ স্লিপ নিয়ে ভর্তি হই। কিন্তু প্রথম বর্ষ পরীক্ষার দুই মাস আগে আমাদের ভর্তি বাতিল করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের শিক্ষাজীবন বিপন্ন হতে চলেছে।

নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী নিও বলেন, আগামী দুইদিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান না করা হলে, প্রয়োজনে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাওসহ আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করবো।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক মোবাশ্বেরা খানম জানান, ইংরেজি বিষয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছেন অথচ রেজিস্ট্রেশন কার্ড যায়নি তাদের ইংরেজি নয়, পছন্দ অনুযায়ী অন্য বিষয় পড়তে হবে। তাদের এখন আর ইংরেজিতে রাখার কোন সুযোগও নেই। তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বিবেচনা করে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হবে।

কাদের ভুলে শিক্ষার্থীদের এই ভোগান্তি এ বিষয়ে তিনি বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের কারণেই এ সমস্যা হয়েছে। তারা শিক্ষার্থীদের নম্বর যাচাই করে ভর্তি করেননি। তিনি বলেন, গত বছরও একই ভুল হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বাদে অন্য বিষয় পড়তে হয়েছে।